

কবিতা ১৩

একুশের গান আবদুল গাফফার চৌধুরী

৪ কবিতাটির মূলকথা

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংকলনে ‘একুশের গান’ প্রথম ছাপা হয়। এখানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আচ্ছাদনসংগ্রহ স্মরণ করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের রন্ধনান কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। এখানে অন্যায়ভাবে গুলিবর্ষণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।



৫ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : ভাষা আন্দোলনে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারব। [য. বো. '১৯; ব. বো. '১৯]
- শিখনফল-২ : তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে বড়বড় ও নির্মমতা সম্পর্কে জানতে পারব। [চ. বো. '১৯; য. বো. '১৯]
- শিখনফল-৩ : মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবেসে ভাষাশহিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনুপ্রাণিত হব।
- শিখনফল-৪ : মাতৃভাষা বাংলার জন্য বাঙালির আচ্ছাদ্যাগ নিয়ে গর্ব করতে শিখব। [রা. বো. '১৯; সি. বো. '১৮]
- শিখনফল-৫ : শাসক-শোষকদের অন্যায়-অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সচেষ্ট হব। [রা. বো. '১৯; কু. বো. '১৯]

৬ কবি-পরিচিতি

নাম : আবদুল গাফফার চৌধুরী।

জন্ম তারিখ : ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। জন্মস্থান : উলানিয়া, বরিশাল।

শিক্ষাজীবন : উচ্চতর শিক্ষা : প্রাতকোত্তর (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মজীবন/ পেশা : সাংবাদিকতা।

সাহিত্যকর্ম : গল্পগ্রন্থ : কৃষ্ণপঙ্ক, সম্মাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর। উপন্যাস : চন্দ্ৰঘৰীপের উপাখ্যান, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, শেষ রজনীর চাঁদ। শিশুতোষ গ্রন্থ : ডানপিটে শওকত, আধাৰ কুঠিৰ ছেলেটি, ভয়ঙ্করের হাতছানি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার।

মৃত্যু : ১৯শে মে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।



৭ পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির আচ্ছাদ্যাগ নিয়ে একদিকে গর্ব করতে শিখবে, অন্যদিকে তারা শহিদের রক্তের ঝর্ণ শেধ করার জন্য সব ধরনের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

৮ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত ‘সাহিত্য-কণিকা’ বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ছেলেহারা — সন্তানহারা।

নাগিনী — বিষাঙ্গ সাপ।

বিক্ষোভ — গভীর অসন্তোষজনিত আন্দোলন, ক্ষোভ।

রোখে	— রুখে দেয়, বাধা সৃষ্টি করে।
দিন বদলের	— পরিবর্তিত সময়ের।
পার পাবি	— পরিত্রাণ পাবি, মৃক্ষি পাবি।
গগন	— আকাশ।
বসন	— পোশাক, পরিচ্ছদ।
ক্ষ্যাপা বুনো	— জংলি রাগ, ভয়াবহভাবে রাগাবিত।
চেনা	— পরিচিত, জানাশোনা আছে এমন।
জালিম	— অত্যাচারী, নিপীড়ক, জুলুমবাজ।

৯ বানান সতর্কতা | নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

কেবুয়ারি	অশুগড়া	নাগিনী	কালবোশৈষি	বিক্ষোভ	কঁপুক	বসুন্ধরা	ক্রান্তি	গগন	বসন
রঞ্জনীগন্ধা	অলকানন্দা	ক্ষ্যাপা	ঘৃণা	পদাঘাত	অঞ্চ	বন্তি	শান্তি	আঘা	সুণ্ঠি

জটিল ও দুর্বৃহ পাঠের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

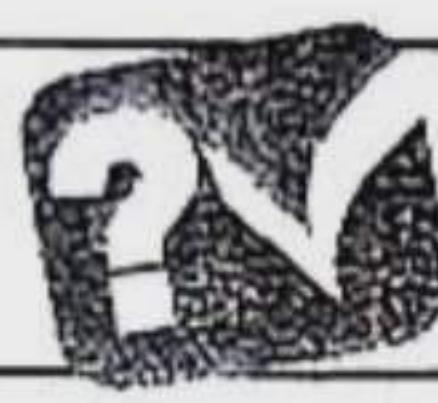
- » আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি
আমি কি ভূলিতে পারি
'একুশের গান'-এ আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের
২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের
বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বাঙালি এই দিনটিকে একটি রক্তান্ত
ইতিহাস হিসেবে জানে। এই দিন বাঙালি তার ভাইদের
হারিয়েছে। তাদের ভাইয়ের রক্ত দিয়ে রাঙানো সেই একুশে
ফেরুয়ারি কি তারা ভূলতে পারে?
- » ছেলেহারা শত মায়ের অশু-গড়া এ ফেরুয়ারি
আমি কি ভূলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেরুয়ারি
আমি কি ভূলিতে পারি ॥
- এ ফেরুয়ারি সন্তান হারানো শত শত মায়ের চোখের জলে গড়া,
আমরা তা ভূলতে পারি না। একুশে ফেরুয়ারি যে রক্ত ঝরেছে
তা আমার দেশের সোনার ছেলেদের বুকের রক্ত। সেই
শহিদদের রক্তে যে ফেরুয়ারি রাঙানো তা কবিও ভূলতে পারেন
না। আমরাও ভূলতে পারি না।
- » জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখিরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না, খুন-রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেরুয়ারি, একুশে ফেরুয়ারি ॥
- কবি এদেশের মানুষকে শিশুহত্যার প্রতিবাদ বিক্ষোভে পৃথিবী
কাঁপিয়ে তুলতে বলেছেন। তাদেরকে নাগিনী এবং কালবোশেখি
বলে তাদের শক্তিমত্তাকে তুলে ধরেছেন। কারণ যারা এদেশের
সোনার ছেলেদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, তাদের দাবি রুখে
দিতে চেয়েছে, তাদের উচিত জবাব দিতে হবে। দিন বদলের
দিনে তাদের আর রেচাই নেই। সেই শোষকরা পার পাবে না।
খুন-রাঙা একুশের ইতিহাস এমনি রায় দিয়েছে। প্রতিশোধ
নিতে হবে। আর এই প্রতিশোধের মূলে অনুপ্রেরণা হচ্ছে
একুশে ফেরুয়ারি।
- » সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রঞ্জনিগন্ধা অলকানন্দা ঘেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
- সেদিনও নীলাকাশে শীতের শেষে চাদ উঠেছিল। চাদ জোছনা
ছড়িয়ে পৃথিবীকে মিশ্বতায় ভরিয়ে দিয়েছিল। পথে পথে

রঞ্জনিগন্ধা, অলকানন্দা ফুল ফুটেছিল। ঠিক তখন ঝড়
এসেছিল। সেই ঝড়ে সব তচনছ করে দিয়েছিল। ভাষার
দাবিতে রুখে দাঙিয়ে তরুণ তাজপ্রাণ রাজপথে রক্ত ঢেলে
দিয়েছিল।

- » সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বন্ধু, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেরুয়ারি, একুশে ফেরুয়ারি ॥
- সেই অন্ধকারেও পশুদের মুখ এ দেশের মানুষে ঠিক চিনে
নিয়েছিল। শহিদের মায়ের, বোনের, ভাইয়ের চরম ঘৃণা সেই
মুখগুলোর প্রতি। এদেশের মানুষের প্রাণের দাবিকে রুখে
দিতেই বর্বর শত্রুরা সেদিন গুলি চালিয়েছিল। সেদিন বাঙালি
এই বাংলার বুক থেকে সেই বর্বরদের নিশ্চিহ্ন করার শপথ
নিয়েছিল। এদেশের বুকে ছিল শত্রুর পদাঘাতের চিহ্ন। কারণ
তারা এ দেশের ছিল না। তারা এ দেশের ভাগ্যকে বিক্রয় ও
বিকৃত করেছিল। মানুষের মৌল-মানবিক চাহিদা যাদ্য, বন্ধু,
বাসস্থানে হস্তক্ষেপ করেছিল। হস্তক্ষেপ করেছিল এদেশের
মানুষের প্রাণের ভাষা, মাতৃভাষা বাংলার ওপর। তারা সবার
শান্তি কেড়ে নিয়ে এদেশকে, দেশের মানুষের ভাষা সংস্কৃতিকে
ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তাদের সেই অন্যায়ের প্রতিবাদের
প্রতীক একুশে ফেরুয়ারি।
- » তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেরুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর-ছেলে বীর-নারী
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুন্দৰ শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেরুয়ারি
একুশে ফেরুয়ারি, একুশে ফেরুয়ারি ॥
- একুশে ফেরুয়ারির সেই চেতনার জাগরণ দরকার। কারণ
আজও মানুষ অন্যায়কারীর কাছে বন্দি। নানাভাবে বাঙালি
সন্তানদের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণ হারাতে
হচ্ছে। তাদের প্রাণ বাঁচাতে আজ একুশে ফেরুয়ারির সেই
বিশাল চেতনা নিয়ে জেগে উঠতে হবে। শহিদ ভাইয়ের আত্মা
ডাকছে হাটে, মাঠে, ঘাটে নদীর বাঁকে যেখানে যত মানুষ
আছে, যাদের চেতনা সুন্দৰ হয়ে আছে; তাদের সেই সুন্দৰ শক্তির
জাগরণ ঘটানোর জন্য। তাদের ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে
দেওয়ার জন্য। তাদের শান্তি ও শুক্তির জন্য, শত্রুর কারাগার
ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার জন্য ফেরুয়ারি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ
করবে। একুশে ফেরুয়ারির চেতনা অমর অক্ষয়।



অনুশীলন



সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোভর

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোভরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোভরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোভর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



৪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. 'আমার শহিদ ভাইয়ের আজ্ঞা ডাকে'— এখানে কোন শহিদের কথা বলা হয়েছে?

- (ক) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের (গ) বায়ানের ভাষা-আন্দোলনের
(খ) উন্মত্তরের গণতান্ত্রিকান্তের (ঘ) নবজাহানের গণআন্দোলনের
[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-134]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : প্রশ্নোভ চরণটি 'একুশের গান' কবিতার একটি চরণ। আন এই কবিতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদের কথা বলা হয়েছে। তাই (ন) সঠিক উত্তর।

কবিতাংশটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

'আমার বৃন্দ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন'

২. কবিতাংশের ভাবের সাথে নিচের কোন লাইনটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

- (ক) তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেরুয়ারি
(খ) দারুণ ক্রেধের আগুনে আবার জ্বালব ফেরুয়ারি
(গ) দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
(ঘ) দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-134]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত কবিতাংশটিতে মানুষের উপর শত্রুর নির্মম অত্যাচার-নির্মাণের ভাবটি ফুটে উঠেছে, যা প্রশ্নের অপশনগুলোর (৩) তে পাওয়া যায়।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত পশুদের ন্যায় 'একুশের গান' কবিতায় পশু হচ্ছে—

- i. ওরা এদেশের নয়— চরণের 'ওরা'
ii. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?— চরণের 'তোরা'
iii. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেরুয়ারি— চরণের 'তুমি'
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-134]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকে বর্ণিত পশুদের ন্যায় 'একুশের গান' কবিতার পশু হচ্ছে পাকিস্তানি শোষক, যা অপশন (i) ও (ii)-এ পাওয়া যায়। তাই (ঘ) সঠিক উত্তর।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন

১. 'বাড়ের রাতে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
অভিযাত্রিক, নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
হয়তো বা ভুল, তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
পথ ছারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধ্যান
অনা পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে
বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।'

২. 'ওরা কেড়ে নিতে চায় বুকের স্বপ্ন, মায়ের মুখের ভাষা
বারিয়ে রস্ত, ভাইয়ের প্রাণ, হৃদয়ের ভালোবাসা।

জেগে উঠে আজ সাহসী যৌবন, আনো নব উত্থান
দোহের আগুনে পোড়াও ওদের, গাও বিজয় গান।'

ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে সেখা হয়েছে? ১

খ. 'সেই আধারের পশুদের মুখ চেনা'— চরণটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিতীয় উদ্দীপকের আলোকে 'একুশের গান' কবিতায় বর্ণিত
'ওরা এদেশের নয়'— চরণটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই 'একুশের গান'
কবিতার ভাষা-শহিদ— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. ০ 'একুশের গান' কবিতাটি ভাষাশহিদের স্মরণে সেখা হয়েছে।

খ. ০ 'সেই আধারের পশুদের মুখ চেনা' চরণটিতে কবি পাকিস্তানি
সেনাদের কথা বলেছেন।

০ ১৯৪৮ সালে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে
উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয় তখনই
আঘাত লাগে বাঙালির বুকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদমুখ্য হয়ে ওঠে
তারা, শুরু হয় বাংলা ভাষা আন্দোলন। আন্দোলন ক্রমেই সংগঠিত
হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তা প্রবল আকার ধারণ করে।
সেদিন ছাত্র-জনতার মিছিলে তৎকালীন সরকারের পুলিশ গুলি চালায়।
এতে ছাত্র-জনতার অনেকে শহিদ হন। তাই কবি সেই শত্রুদের
'অন্ধকারের পশু' বলে অভিহিত করেছেন যাদের বাঙালি জাতি ছেন।

গ. ০ বিতীয় উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় 'একুশের গান' কবিতায়
বর্ণিত 'ওরা এদেশের নয়' চরণটি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

০ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির সভার সঙ্গে
জড়িয়ে রয়েছে। কারণ এই দিনেই বাঙালি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
করেছে। ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন বাংলার বীর সন্তানরা।

০ বিতীয় উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্মম
অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা। তারা বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত
করার মধ্য দিয়ে কেড়ে নিতে চায় বাঙালির বুকের স্বপ্ন। নির্মমভাবে গুলি
করে হত্যা করে বাঙালি সন্তানদের। তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ।
'একুশের গান' কবিতায় কবি বলেছেন, 'ওরা' এদেশের নয়। উদ্দীপকের
'ওরা' এবং আলোচা কবিতার 'ওরা' একই। ওরা পাকিস্তানি
শাসকগোষ্ঠী। ওরা হত্যা করে এদেশের মানুষকে, ওরা এদেশের নয়
বলেই এদেশের মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে নির্বিকার চিত্তে। তাই আমরা
বলতে পারি যে, বিতীয় উদ্দীপকের আলোকে 'একুশের গান' কবিতায়
বর্ণিত 'ওরা এদেশের নয়' চরণটি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. ০ প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই 'একুশের গান'
কবিতার ভাষা-শহিদ— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ জাতীয় জীবনকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অমর
একুশের সীমাটীন অবদানের কথা অবশ্য স্বীকার্য। বিশে অকৃতোভয়
জাতির পরিচয়ে মাথা তুলে স্বান্দেহের জন্য এ অনন্য দিনটির গুরুত্ব
সর্বাধিক।



০ উদ্ধীপকে দুঃসাহসিক অভিযাত্রিক দলের কথা বলা হয়েছে। তারা সকল বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তারা নির্ভীক, সাহসী, তারা তরুণ তাজা প্রাণ। তাদের চলার শেষ নেই। এ অভিযাত্রিকরা ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষাশহিদের অনুরূপ। কারণ তারা পাকিস্তানিদের বুলেটের ভয় উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে। পাকিস্তানিদের ঝুঝ মৃত্তি তাদের আন্দোলনকে স্তৰ্য করতে পারেনি। আত্মতাগের মাধ্যমে তারা মাতৃভাষা বাংলার অধিকার অর্জন করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্ধাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

ଶ୍ରୀ ମୂଲପାଠ ► ପାଠ୍ୟବିହୀନ ପୃଷ୍ଠା 133

১. ‘জাগো কালবোশেখিরা’ বলতে ‘একুশের গান’ কবিতায় কাদের
বোঝানো হয়েছে? [চ. বো. ’১৯]
 ৩. ৩) পাক সেনাদের
৫) ধ্রংসকারীদের

২. ‘ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে’— এখানে ‘ওদের’ বলতে
কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? [দি. বো. ’১৯]
 ৩. ৩) পাকিস্তানি শোবকদের
৫) রাজাকারদের

৩. ‘কারার ঐ লৌহ কপাট / ডেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট।’ চরণে
প্রকাশিত ভাবটি ‘একুশের গান’ কবিতার কোন পঙ্ক্তিতে ফুটে
উঠেছে? [জ. বো. ’১৮]
 ৩. ৩) আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেরুয়ারি
৫) দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেরুয়ারি
৭) ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
৯) ওরা মানুষের অম, বন্ধ, শান্তি নিয়েছে কাড়ি

৪. ‘শিশুহত্যার বিক্ষেপে আজ কাপুক বসুন্ধরা’— এই ‘শিশু’ কারা? [চ. বো. ’১৬; গা. বো. ’১৮]
 ৩. ৩) ভাষাশহিদরা
৫) পাকিস্তানিরা

৫. ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি শিশুহত্যার বিক্ষেপে কেঁপে উঠতে
কাকে আহ্বান জানিয়েছেন? [গা. বো. ’১৭]
 ৩. ৩) ক্ষ্যাপা বুনোদের
৫) কালবোশেখিরদের

৬. ‘এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।’— কবি
এখানে ঝড় বলতে কী বুঝিয়েছেন? [চ. বো. ’১৭; সি. বো. ’১৪]
 ৩. ৩) পোলা বদলের অভ্যাস
৫) শোবকদের আক্রমণ

৭. ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে কোন
শক্তির জাগরণ কামনা করেছেন? [সি. বো. ’১৭]
 ৩. ৩) ক্ষাত্র শক্তি
৫) সুষ্ণ শক্তি

৮. ‘একুশের গান’ কবিতার ‘কালবোশেখিরা’ হচ্ছে— [কু. বো. ’১৬]
 ৩. ৩) ভাষাশহিদ
৫) সন্তানহারা মা

৯. ‘একুশের গান’ কবিতায় কী হত্যার বিক্ষেপে বসুন্ধরা কেঁপে
উঠেছিল? [চ. বো. ’১৬]
 ৩. ৩) সোনার ছেলে হত্যার
৫) শিশু হত্যার

১০. কবি আবদুল পাক্ষকার চৌধুরী কীসের বিক্ষেপে নাপিনী
কালবোশেখিরদের জাগতে বলেছেন? [সি. বো. ’১৬]
 ৩. ৩) বুদ্ধিজীবী হত্যার
৫) শিশুহত্যার

- ভাষাশহিদরা নির্ভীক। তাঁরা জাতির গর্বিত সন্তান। তাঁদের মহান
আত্মতাগেই বাংলা ভাষা আজ রাণ্টভাষার সম্মান লাভ করেছে।
পাকিস্তানি পুলিশের বাধার মুখে জীবন বাঞ্ছি রেখে তারা এগিয়ে
গিয়েছে। উদ্দীপকের অভিযাত্তিক দলেরও সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ
পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রথম উদ্দীপকের ধিনি
অভিযাত্তিক তিনিই ‘একুশের গান’ কবিতার ভাষাশহিদ- মন্তব্যটি
যথার্থ।

টপিকের ধারায় প্রতীত



- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ১১. | ‘ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়’ – উন্মৃতাংশের সাথে
সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা হচ্ছে— | ব. বো. ’১৬। |
| ব | (ক) নারী | (খ) একুশের গান |
| ব | (গ) জাগো তবে অরণ্য কন্যারা | (ঘ) প্রাথী |
| ১২. | ‘একুশের গান’ কবিতায় কবির মতে বাঙালির ইতিহাস বৈশিষ্ট্য
কেমন? | জ. বো. ’১৫। |
| গ | (ক) ধূলি ধূসর | (খ) ভাঙাচোরা |
| গ | (গ) খুন-রাঙা | (ঘ) অতি কাল্পনিক |
| ১৩. | ‘একুশের গান’ কবিতায় ‘ওরা এদেশের নয়’ বলতে কাদের কথা
বোঝানো হয়েছে? | কু. বো. ’১৫। |
| গ | (ক) আমলাদের | (খ) সেনাবাহিনীর |
| গ | (গ) শাসকদের | (ঘ) পুলিশদের |
| ১৪. | ‘একুশের গান’ কবিতায় ‘ওরা’ বলতে বোঝানো হয়েছে
পাকিস্তানি— | সি. বো. ’১৫। |
| ক | (ক) শাসককে | (খ) সৈনাকে |
| ক | (গ) নেতৃত্বকে | (ঘ) জনতাকে |
| ১৫. | ‘আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে’। এর মাধ্যমে বোঝানো
হয়েছে শহিদের— | ব. বো. ’১৫। |
| ক | (ক) ত্যাগ বাঙালিকে প্রেরণা দিচ্ছে | (খ) আত্মার জাগরণ ঘটেছে |
| ক | (গ) পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছে | (ঘ) আত্মা মৃত্তি পেয়েছে |
| ১৬. | ‘একুশের গান’ কবিতায় ‘খুন’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? | দি. বো. ’১৫। |
| ব | (ক) হত্যা | (খ) রক্ত |
| ব | (গ) আঘাত | (ঘ) মৃত্যু |
| ১৭. | ‘এমন সময় ঝড় এলো এক’— এই ‘ঝড়’ কীসের? রা. বো. ’১৪। | |
| ক | (ক) মিছিলে গুলিবর্ষণ | (খ) কালবৈশাখী ঝড় |
| ক | (গ) পাকিস্তানিদের আগমন | (ঘ) পাক-বাহিনীর আক্রমণ |
| ১৮. | একুশে ক্ষেত্রফলি কাদের অশু দিয়ে পড়া হয়েছে বলে কবি উল্লেখ
করেছেন? | |
| গ | (ক) ছেলেহারা বাবার | (খ) বাবাহারা সন্তানের |
| গ | (গ) ছেলেহারা মায়ের | (ঘ) ভাইহারা বোনের |
| ১৯. | ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি কাদের জাগতে বলেছেন? | |
| ক | (ক) নাগিনীদের | (খ) রাক্ষসীদের |
| ক | (গ) ডাইনিদের | (ঘ) সন্ধ্যাসীদের |
| ২০. | “ছেলেহারা শত মায়ের — এ ক্ষেত্রফলি।” | |
| গ | (ক) দুঃখ-গড়া | (খ) কান্না-গড়া |
| গ | (গ) অশু-গড়া | (ঘ) বেদনা-গড়া |
| ২১. | “আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ক্ষেত্রফলি”— এ ক্ষেত্রফলি
কোন খ্রিস্টাদ্দের? | |
| ব | (ক) ১৯৪৭ খ্রিস্টাদ্দের | (খ) ১৯৫২ খ্রিস্টাদ্দের |
| ব | (গ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাদ্দের | (ঘ) ১৯৫৮ খ্রিস্টাদ্দের |
| ২২. | “জাপো নাগিনীরা জাপো নাগিনীরা জাপো কালবোশেবিরা”— এই
বাক্যে কোন ভাব প্রকাশিত হয়েছে? | |
| ক | (ক) আস্থান | (খ) অনুনয় |
| ক | (গ) আকাঞ্চকা | (ঘ) আশীর্বাদ |

- ২৩.** 'একুশের গান' কবিতায় একুশে ফেরুয়ারি কথাটি কতবার উল্লিখিত আছে?
 (ক) সাত বার
 (খ) অট বার
 (গ) নয় বার
 (ঘ) চার বার

২৪. ওরা মানুষের অম-বন্ধ কী করেছে?
 (ক) ফেলে দিয়েছে
 (খ) নষ্ট করেছে
 (গ) কেড়ে নিয়েছে
 (ঘ) পুড়িয়ে দিয়েছে

২৫. 'একুশের গান' কবিতায় কোন ঝর্তুর উল্লেখ রয়েছে?
 (ক) গ্রীষ্ম
 (খ) বর্ষা
 (গ) হেমন্ত
 (ঘ) শীত

২৬. "সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা"— এখানে কাদেরকে পশু বলা হয়েছে?
 (ক) দেশীয় রাজাকারদের
 (খ) আল-বদরদের
 (গ) পাঞ্জাবিদের
 (ঘ) পাকিস্তানি সৈন্যদের

২৭. 'একুশের গান' কবিতায় কেমন চাদের কথা বলা হয়েছে?
 (ক) পূর্ণিমা
 (খ) গোল
 (গ) বড়
 (ঘ) রাত জাগা

২৮. কবি কীসের আগুনে আবারও ফেরুয়ারি জ্বালাতে চায়?
 [রাজেন্দ্রপুর ক্যাটানবেট পাবলিক মুল ও কলেজ, গাড়ীপুর]
 (ক) মনের আগুনে
 (খ) বাবুদের আগুনে
 (গ) ক্রোধের আগুনে
 (ঘ) হিংসের আগুনে

২৯. 'ক্ষ্যাপা বুনো' শব্দটি কী অর্থে 'একুশের গান' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?
 [দি বাতস টেক্সিডেন্সিয়াল মডেল মুল এড কলেজ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার]
 (ক) ভাষাসৈনিক
 (খ) সন্তাসীদের
 (গ) পাকিস্তানি সৈনা
 (ঘ) বাঙালি জাতি

৩০. 'ক্রান্তি' শব্দের অর্থ কী?
 [রা. বো. '১১]
 (ক) পরিবর্তন
 (খ) ক্লান্ত
 (গ) পরিশ্রান্ত
 (ঘ) শেষ

৩১. 'রক্তে রাঙানো' বলতে বোঝানো হয়েছে—
 (ক) রক্ত মেঝে রঙিন করা
 (খ) বহু মানুষের আঝোৎসর্গ
 (গ) রক্ত দিয়ে সোড়ানো
 (ঘ) রক্ত রঙিন রঙে রঁকে রঁকে করা

৩২. 'লগন' শব্দের অর্থ কী?
 (ক) শৃঙ্খল সময়
 (খ) অসময়
 (গ) দৃঢ়সময়
 (ঘ) নির্ণয়

৩৩. পাঠের উদ্দেশ্য । পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা । ৩৪

৩৪. 'একুশের গান' কবিতাটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়? [জ. বো. '১৪]
 (ক) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রেরণা
 (খ) রক্ত দিয়ে জীবন রক্ষা করা
 (গ) শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া
 (ঘ) পারম্পরিক ভালোবাসার মতৃবোধ সৃষ্টি করা

৩৫. 'একুশের গান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে সোচার হবে?
 (ক) শহিদ পরিবারের ডরণপোষণ বিষয়ে
 (খ) যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রবণতার বিষয়ে
 (গ) শহিদের রক্তের ঝন পরিশোধ বিষয়ে
 (ঘ) বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামমুখ্য বিষয়ে

৩৬. পাঠ-পরিচিতি । পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা । ৩৪

৩৭. 'একুশের গান' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
 [জ. বো. '১৯; ব. বো. '১৭; দি. বো. '১৬]
 (ক) ১৯৫২
 (খ) ১৯৫৩
 (গ) ১৯৫৪
 (ঘ) ১৯৫৫

- ৩৬.** 'একুশের গান' কবিতাটি কাদের স্মরণে লেখা হয়েছে? [কৃ. বো. '১৭]
 ক ভাষা-আন্দোলনের শুক্রিয়োচ্চাদের
 খ উন্সভরের গণতান্ত্র থানের নকলইয়ের গণতান্দোলনের

৩৭. 'একুশের গান' কবিতায় পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে কী গড়ে
 তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে? [দি. বো. '১৭]
 ক জাতীয় ঐক্য জাগত প্রতিবাদ
 খ জাগত প্রতিরোধ অবরোধ

৩৮. মহান 'একুশে ফেরুয়ারি' সংকলনটি সম্পাদনা করেন—
 ক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হাসান হাফিজুর রহমান
 খ ভাষাসৈনিক গাজীউল হক ভাষাসৈনিক আ. মতিন

৩৯. কোনটি কিছুতেই বিস্মৃত হওয়ার মতো ঘটনা নয়?
 ক ভাষা-আন্দোলনে রন্ধনান
 খ অন্তর্বন্দের আঘাতে প্রাপদান
 গ ক্ষুদ্র স্বার্থে জীবন বিসর্জন
 ঘ সন্তাসীর গুলিতে মারা যাওয়া

৪০. 'একুশের গান' কবিতায় কোন প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে?
 ক শোষকদের শোষণ করার প্রত্যয়
 খ শোষকদের দেশে না যাওয়ার শপথ
 গ নিজেদের শক্তি শক্ত করার অঙ্গীকার
 ঘ শোষকদের বিরুদ্ধে জাগত প্রতিরোধের প্রত্যয়

কুর্তুরী কবি-পরিচিতি ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৩৫

৪১. আবদুল গাফফার চৌধুরী ছিলেন একজন খ্যাতিমান—
 [বা. বো. '১৬; বা. বো. '১৪]
 ক গীতিকার নাটকার
 খ ছড়াকার সুরকার

৪২. আবদুল গাফফার চৌধুরীর জন্মসাল কত? [বা. বো. '১৬]
 ক ১৯৩২ ১৯৩৩ ১৯৩৪ ১৯৩৫

৪৩. 'ডানপিটে শওকত' শিশুতোষ গ্রন্থটি কার লেখা? [বা. বো. '১৬]
 ক হুমায়ুন আজাদ বুদ্ধদেব বসু
 খ জীবনানন্দ দাশ আবদুল গাফফার চৌধুরী

৪৪. আবদুল গাফফার চৌধুরী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [বা. বো. '১৫]
 ক যশোর কুড়িগ্রাম বরিশাল কুমিল্লা

৪৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ থেকে আবদুল গাফফার চৌধুরী
 মাতকোভর ডিপ্রি অর্জন করেন?
 ক বাংলা ইতিহাস
 খ ইংরেজি সাংবাদিকতা

৪৬. আবদুল গাফফার চৌধুরী কোনটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন?
 ক সাংবাদিকতা শিক্ষকতা
 খ রাজনীতি কলাম লেখা

৪৭. আবদুর গাফফার চৌধুরী কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
 ক ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে
 খ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৪৮. পাকিস্তানি শাসক-শোষকশ্রেণি বাঙালিদের যা যা কেড়ে নিয়েছিল—
 i. অন্ন
 ii. বস্ত্র
 iii. শান্তি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ঘ i ও ii i ও iii ii ও iii i, ii ও iii

৪৯. 'একুশের গান' কবিতায় মানুষের সুন্দর উত্থান কামনা করা
 হয়েছে—
 i. অরণ্যে
 ii. হাটে
 iii. মাঠে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ঘ i ও ii i ও iii ii ও iii i, ii ও iii

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| ৫০. | 'লগন' শব্দের অর্থ কী? | i. লগ
ii. উপযুক্ত সময়
iii. পরিবর্তন | (ক) i ও iii
(খ) ii ও iii | (গ) i ও ii
(ঘ) i, ii ও iii |
| ৫১. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i ও ii
(খ) i, ii ও iii | [বিনুনাসিনী সরাকারি বালক উচ্চ শিল্পালয়, টাঙ্গাইল] | | |
| ৫২. | 'অলকনন্দা' কী? | i. স্বর্গীয় সুগন্ধির ফুল
ii. একটি ফুলের নাম
iii. স্বর্গীয় বাগান | (ক) i
(খ) ii
(গ) iii | (ঘ) i, ii ও iii |
| ৫৩. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i
(খ) ii
(গ) iii | [ক্যাটাগরেট পাবলিক ফুল, জাহানাবাদ, খুলনা] | | |
| ৫৪. | 'একুশের গান' কবিতায় কবি মানুষের সৃষ্টি শক্তির জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন— | i. মাঠে
ii. নগরে
iii. ঘাটে | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |
| ৫৫. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | [সি. বো. '১৬] | | |
| ৫৬. | 'একুশের গান' কবিতায় পশু কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে কারণে— | i. পশুর মতো মানুষ হতা করছে বলে
ii. মানুষ পশুর মতো আচরণ নকল করছে বলে
iii. মানুষ হত্যাকারীদের স্বভাব পশুর মতো বলে | | |
| ৫৭. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | [সি. বো. '১৬] | | |
| ৫৮. | 'একুশের গান' কবিতার মাধ্যমে কবি আমাদের কোন চেতনাটি স্বারণ করিয়ে দিয়েছেন? | i. ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা
ii. ভাষাশহিদের স্মরণ
iii. আজ্ঞাতাগ | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | (ঘ) i, ii ও iii |
| ৫৯. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | [সি. বো. '১৬] | | |
| ৬০. | "মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে।"— উন্মুক্তাংশের 'ওরা' 'একুশের গান'
কবিতায় কবির দৃষ্টিতে— | i. নাগিনীরা
ii. ক্ষয়াপা বুনো
iii. আধারের পশু | | |
| ৬১. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | [গ্র. লো. '১৫; খ. লো. '১৫] | | |
| ৬২. | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| | (ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii | [গ্র. i, ii ও iii] | | |

- | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ৫৬. | পাকিস্তানি পশুদের প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে কাদের? [চ. বো. '১৩] |
| i. | ভাইয়ের |
| ii. | বোনের |
| iii. | মায়ের |
| নিচের কোনটি সঠিক? | |
| (ক) | i. ও ii. |
| (খ) | iii. |
| (গ) | ii. ও iii. |
| (ঘ) | i. ii. ও iii. |
- ## অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর
- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| জ্ঞ | উদ্দীপকটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : |
| | “এ ভাষার-ই মান রাখিতে
হয় বদি বা জীবন দিতে
কোটি ভাইয়ের রক্ত দিয়ে
পুরাবে এর মনের আশা।” |
| ৫৭. | উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল রয়েছে? |
| (ক) | মানবধর্ম |
| (খ) | একুশের গান |
| (গ) | থার্থী |
| (ঘ) | নদীর স্বপ্ন |
| ৫৮. | বাংলা ভাষাকে আমরা এত ভালোবাসি কেন? উদ্দীপক ও ‘একুশের গান’ অবলম্বনে তা হলো— |
| i. | এর পেছনে রয়েছে রক্তদানের গৌরবময় ইতিহাস |
| ii. | এ ভাষাতেই আমরা স্বপ্ন দেখি, গান বানাই, কবিতা লিখি |
| iii. | এ ভাষায় মিশে আছে মায়ের ভালোবাসার স্পৰ্শ |
| নিচের কোনটি সঠিক? | |
| (ক) | i. ও ii. |
| (খ) | ii. ও iii. |
| (গ) | i. ও iii. |
| (ঘ) | i., ii. ও iii. |
| জ্ঞ | উদ্দীপকটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : |
| | মাগো ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্ল শুনতে দেবে না
বলো মা, তাই কি হয়? |
| | [চ. বো. '১৮, কু. বো. '১৪] |
| ৫৯. | উদ্দীপকের ভাবটি নিচের কোন চরপে প্রকাশ পেয়েছে? |
| (ক) | ওরা মানুষের অম, বন্ধ, শান্তি নিয়েছে কাড়ি |
| (খ) | ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে |
| (গ) | ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দালিকে রোখে |
| (ঘ) | দারূণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেরুয়ারি |
| ৬০. | উদ্দীপকে প্রতিফলিত ভাবটি ‘একুশের গান’ কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য বহন করে? |
| (ক) | হতাশা |
| (খ) | প্রতিবাদ |
| (গ) | দারূণ |
| (ঘ) | অক্ষেপ |
| (ঘ) | প্রতিশোধ |

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

শিখনফলের ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ৫। বিষয় : ভাষা আন্দোলনের খণ্ডচিত্র।

ছ্যাত্রাত্রীরা পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদ জানাবার জন্মে শান্তিপূর্ণভাবে
পরিষদ ভবনের দিকে ঘাবার চেষ্টা করে। পুলিশি কোনোরূপ সতর্ক
করে না দিয়ে ইঠাঁ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে কয়েক
দফা পুলি চালনা করে। প্রথম দফা গুলিতে রাফিকউদ্দিন ও জুবার
এবং বিতীর দফা গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত
শহিদ হন।

ক. 'একুণ্ডের গান' কবিতায় কোন ফুলের কথা বলা হয়েছে? ১
 খ. 'দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেরুয়ারি'- এ ক্রোধের
 কারণ কী? ১

গ. উদ্দীপকে 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটির চির ফুটে উঠেছে? ৩
 ঘ. "উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার মূলভাবকে ধারণ
 করে।" = বিশ্লেষণ কর ।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ০ 'একুশের গান' কবিতায় রঞ্জনীগন্ধা ফুলের কথা বলা হয়েছে।
খ ০ 'দাসুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি'— লাইনটিতে
 অন্যায়ভাবে গুলিবর্ধণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে
 রাখালি জ্বালিব প্রক্রিয়াধ চূক্ষ কেবলার প্রক্রিয়া বাক্ত হয়েছে।

* 'একুশ' বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রথম ধাপ। একুশের অর্জন বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে প্রেরণা জুগিয়াছে। বাঙালি একুশের চেতনা বৃক্তে ধারণ করে স্বাধিকার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ইতাদি ধাপ পার হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। একুশের চেতনার আগুন দিয়েই কবি সমস্ত অন্যায় অবিচাব নির্মল করার কথা বাস্তু কর্বাছুন প্রশ্নোজ্জ লাইনটিতে।

গ ০ উদ্বীপকে 'একুশের গান' কবিতার ভাষা আলন্দনের চির ফুটে উঠেছে।
১ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের অঙ্কার। লাখো প্রাণের বিনিয়য়ে
অর্জিত এ ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ম রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।
আমাদের উচিত মাতৃভাষার প্রতি আরও শুন্ধাশীল হওয়া।

১ উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের একশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তানি শোষকরা কীভাবে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আন্দোলন থামাতে চেয়েছিল সেদিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'একুশের গান' কবিতায় ভাষা আন্দোলনের তীব্রতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। শোষকের নিপীড়ন এবং তার বিরুদ্ধে গণজাগরণের স্ফুরণ কবিতার অন্তর্ম্ম শ্রেষ্ঠ দিক। কবিতার ভাষা আন্দোলনের কাব্যিক রূপ উদ্দীপকে বাস্তবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'একুশের গান' কবিতার ভাষা আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

য. "উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি সার্থক।

২ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় চেতনার একটি বড় অংশ। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা থেকে আমরা পরবর্তী নানা আন্দোলন-সংগ্রামে উন্নৰ্ম্ম হই, এবং আমরা আমাদের কাঞ্জিক্ত অধিকার লাভ করি।

৩ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ মিছিলে কোনো ধরনের সর্তর্কবাণী ছাড়াই পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। বাংলার এই দামাল ছেলেরা মাতৃভাষার জন্য নিজেদের দেহের তাজা রস্ত ঢেলে দিয়েছেন রাজপথে। 'একুশের গান' কবিতায় ভাষা আন্দোলন, আন্দোলন প্রতিহত করতে পাকিস্তানি শোষকদের নিপীড়ন এবং দেশের মাটিতে ভাষার জন্য আঞ্চলিক করা ছেলেদের কথা বলা হয়েছে।

৪ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের বাস্তবিক দিক প্রকাশ পেয়েছে আর 'একুশের গান' কবিতায় বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।

প্রশ্ন পত্ৰ বিষয় : মাতৃভাষা রক্ষার জন্য আন্দোলন ও বৰ্বৰতা।

আর তপুর হাতে ছিল একটি মন্ত প্ল্যাকার্ড। তার ওপৰ নাল কালিতে লেখা ছিলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। বিছিনাটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌছুতে অকস্মাত আমাদের সামনের লোকগুলো চিংকার করে পাল্যাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপার কৌ বুবাবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা পর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্বারের মতো রস্ত ঝরছে তার।

[তথ্যসূত্র : একুশের গবে— জাহির রামাহান]

- ক. আবদুল গাফফার চৌধুরী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. কবি একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভুলতে পারেন না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের তপুর মধ্যে 'একুশের গান' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "শোষকের বৰ্বৰতার বিষয়টির প্রতিফলন উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতায় যথার্থভাবে হয়েছে।" 'বিশ্লেষণ' কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

॥ শিখনফল ১ ও ৩

ক. ১ আবদুল গাফফার চৌধুরী বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।
খ. ২ একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই কবি এই নিশেষ দিনটিকে ভুলতে পারেন না।
গ. বহু বাঙালি সন্তানের আঞ্চলিক ভৈরবি হয়েছে একটি একশে ফেব্রুয়ারি। শত মাঝের সন্তানকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি সেনারা। তাদের রক্তে লাল হয়েছে বাংলার মাটি। বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য শত মাঝের চোখের পানি ও সন্তানের রস্ত কারেছে এদেশের বুকে। এ কারণেই কবি এই দিনটিকে আজীবন মনে রাখবেন।

ঘ. ৩ উদ্দীপকের তপুর মধ্যে 'একুশের গান' কবিতার মাতৃভাষা রক্ষায় আগ্রামের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।
১. পৃথিবীর প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তারা নিজ নিজ ভাষায় মনের কথা বলার স্বাধীনতা পায়। তাই সবাই তার মাঝের ভাষাকে ভালোবাসে। জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করতে চায় এ ভাষা।

০ উদ্দীপকের তপুর তার মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসত। তাই তো পাকিস্তানি শাসকদের হীননীতি সে মেনে নিতে পারেনি। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন করেছে এবং শহিদ হয়েছে। অন্যদিকে 'একুশের গান' কবিতায় ভাষা আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি তার মাতৃভাষা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলন করেছিল। এ আন্দোলনে বৰকত, সালাম, রফিক, শফিকসহ অনেকে শহিদ হন। সুতৰাং বলা যায়, উদ্দীপকের তপুর মধ্যে কবিতার মাতৃভাষা রক্ষার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

য. ০ "শোষকের বৰ্বৰতার বিষয়টির প্রতিফলন উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতায় যথার্থভাবে হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ শোষকের নীতিই শোষণ করা। ক্ষমতা আর শক্তির দাপটে সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রাখা। অসহায় মানুষদের ওপর কারণে-অকারণে বৰ্বৰ অত্যাচার চালানো।

০ উদ্দীপকে পাকিস্তানি পুলিশের বৰ্বৰতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা বাঙালির মাতৃভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে ছাত্র-জনতা বের হলে পুলিশ সেই মিছিলে গুলি চালায়। অন্যদিকে 'একুশের গান' কবিতায়ও বৰ্বৰ শাসকদের হীননীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার মানুষের প্রাণের দাবিকে তারা দমিয়ে রাখতে চায়। বৰ্বৰ পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। এজন্য বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতিসহ নিরীহ মানুষের ওপর চালিয়েছিল নির্মম নির্যাতন, যা বাঙালির জীবনকে বিষ্ময় করেছিল।

০ পাকিস্তানি শোষকেরা কখনই এদেশের সজাল চায়নি। তারা বাঙালিকে দমানোর জন্য বৰ্বৰতার হীনপন্থা অবলম্বন করেছিল। এ বিষয়টিরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতায়। তাই বলা যায়, প্রশ্নের মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন পত্ৰ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

ওৱা কেড়ে নিতে চায় বুকের ষপ, মাঝের মুখের ভাষা
 বারিয়ে রস্ত, ভাইয়ের প্রাণ, হৃদয়ের ভালোবাসা
 জেগে উঠো আজ সাহসী যৌবন, আনো নব উত্থান
 মেহের আগুনে পোড়াও ওদের, গাও বিজয়ের গান।

ক. 'একুশের গান' কবিতায় উল্লিখিত কোথায় বীর ছেলে বীর নারী মারা যায়?

খ. 'শিশুহত্যার বিক্ষেপে আজ কাপুক বসুন্ধরা'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটিতে 'একুশের গান' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

॥ শিখনফল ২ ও ৩

ক. ০ 'একুশের গান' কবিতায় উল্লিখিত 'জালিমের কানাগারে' বীর ছেলে বীর নারী মারা যায়।

খ. ০ 'শিশুহত্যার বিক্ষেপে আজ কাপুক বসুন্ধরা'— বলতে কবি শিশুহত্যার প্রতিবাদে, বিক্ষেপে পৃথিবীকে কাপিয়ে তোলার বিষয়কে বুঝিয়েছেন।

০ 'একুশের গান' কবিতায় কবি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আগ্রামের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় বীকৃতির দাবিতে এদেশের সাহসী সন্তানরা শত্রুর বিরুদ্ধে বুঝে দাঢ়িয়েছিলেন। তারা শোষকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। যারা মাঝের শিশুদের হতা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংগ্রাম গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণ যোগাতে কবি প্রশ্নেক্ষণ কথাটি বলেছেন।

ঘ. ০ উদ্দীপকটিতে 'একুশের গান' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বাঙালির মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার হরণ করার চেষ্টা।

০ পৃথিবীর প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি রয়েছে। তারা নিজ নিজ ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তৎপৰ হয়। এ কারণে প্রতোক জাতিই তার মাতৃভাষাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার অধিকার। বাঙালিরা সেই অধিকার লাভের জন্য ঘড়্যজ্ঞকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে মানুষের বুকের স্বপ্ন কেড়ে নিতে চাওয়া শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো সাহসী মানুষের কথা বলা হয়েছে। যারা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করবে। উদ্দীপকের এই চেতনা 'একুশের গান' কবিতায় বাঙালির সাহসী সন্তানদের অধিকার আদায়ের জন্য ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ চেতনা এবং বুকের রক্তে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদান্বের চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এই একুশের সংগ্রামী চেতনার পথ ধরেই বাঙালি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বোপিয়ে পড়ে দীর্ঘ নয় মাস ধরে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। এই দিক থেকে উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতার চেতনা পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

বি. ০ 'উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ ১৯৫২ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিরা মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য রাজপথে মিছিল করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তারা মিছিল বের করে। পুলিশ সেই মিছিলে পুলিয়ে চালিয়ে তাদের অনেককে হত্যা করে। কিন্তু তারা একুশের চেতনাকে হত্যা করতে পারেনি।

০ উদ্দীপকে মানুষের বুকের স্বপ্ন কেড়ে নিতে চাওয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কাঞ্চিত বিজয় ছিনিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। এখানে অতীতের সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে যৌবনদীপ্তি সাহসী তরুণদের জেগে ওঠার আহ্বান করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবির এ আহ্বান 'একুশের গান' কবিতার কবির আহ্বানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই বিষয়টি ছাড়াও এ কবিতায় একুশের চেতনায় কবির আচ্ছন্নতা, একুশে শহিদদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং একুশের চেতনাকে জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করার তীব্র প্রত্যাশা প্রকাশ পেয়েছে। এসব বিষয় উদ্দীপকে নেই।

০ 'একুশের গান' কবিতায় কবি শিশু হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষেপে ফেটে পড়ার, খুনে রাঙা ইতিহাসের পথ ধরে কালবোশেখিদের জেগে ওঠার আহ্বান করেছেন। যারা মানুষের অন্ত, বন্ত কেড়ে নেয় তাদের বিরুদ্ধে একুশের চেতনাকে ব্যবহার করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে এখানে, যা উদ্দীপকে নেই। তাই বলা যায় প্রশ়ংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮: শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা
মাগো, ওরা বলে
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা
তাই কি হয়?
তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।
তোমার জন্য কথার বুরি নিয়ে
তবেই না বাড়ি ফিরব।

- ক. 'একুশের গান' কবিতাটি প্রথম কত খ্রিটান্ডে ছাপা হয়া? ১
 খ. কাদেরকে খুন করে মানুষের দাবি রোখে? বুঝিয়ে দাও। ২
 গ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকটির মূলভাব 'একুশের গান' কবিতার মূলভাবকে প্রতিফলিত করেছে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২ ও ৩

ক. ০ 'একুশের গান' কবিতাটি প্রথম ১৯৫৩ খ্রিটান্ডে ছাপা হয়।

বি. ০ বাংলার সোনার ছেলেদেরকে খুন করে মানুষের দাবি রোখে।
 ০ পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে কেড়ে নিয়ে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চাইলে বাংলার দামাল ছেলেরা এর তুমুল প্রতিবাদ করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি করে রাজপথে মিছিল বের করে। তখন সেই মিছিলে পুলিশ গুলি ছুড়ে হত্যা করে এদেশের সোনার ছেলেদের খুন করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

গ. ০ উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'একুশের গান' কবিতার মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে জন্ম নেওয়া সংগ্রামী মনোভাবের দিকটিকে নির্দেশ করে।

০ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায়ভাবে বাঙালি জাতির ওপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলা মায়ের সাহসী সন্তানরা তাদের এ অন্যায় মেনে নেননি। তারা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে শাসকদের হীন চক্রান্তের প্রতিবাদ করেছেন।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে মাতৃভাষার প্রতি অসীম মহত্বার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। এখানে সন্তান মায়ের কাছে শপথ করছে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করে তারপর মায়ের কাছে ফিরবে। মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনবে। উদ্দীপকের এই ভাবটি 'একুশের গান' কবিতায় প্রকাশিত মাতৃভাষাগ্রীতি এবং ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার সংগ্রামী চেতনার দিকটিকে নির্দেশ করে। 'একুশের গান' কবিতায় তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত প্রতিরোধ গড়ে তোলার দিকটি তুরে ধরা হয়েছে। কবিতার এই দিকটি উদ্দীপকের কবিতাংশটি নির্দেশ করেছে।

হি. ০ "উদ্দীপকটির মূলভাব 'একুশের গান' কবিতার মূলভাবকে প্রতিফলিত করেছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়। ভাষার জন্য জাতির আত্মত্যাগের ইতিহাস আর নেই। বাঙালির এই আত্মত্যাগ পরবর্তী সংগ্রাম-আন্দোলনে এক প্রেরণার বাতিঘর।

০ উদ্দীপকে মাতৃভাষায় কথা বলতে, গল্প শুনতে মায়ের কোলে শুয়ে না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ছেলে মায়ের কাছে শপথ করেছে যে সে মায়ের জন্য কথার ফুলবুরি নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যেকোনো মূল্যে মায়ের ভাষাকে সম্মানের আসনে বসাবে। বাঙালি সন্তানের এই ভাষাগ্রীতি ও সংগ্রামী চেতনার দিক 'একুশের গান' কবিতার মূলভাবকে প্রতিফলিত করেছে।

০ 'একুশের গান' কবিতায় ১৯৫২ খ্রিটান্ডে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্পণের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যায় ব্যক্ত হয়েছে। কবিতার এই মূলভাবকে উদ্দীপকটির মূলভাব প্রতিফলিত করেছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ়ংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৯: বিষয় : অধিকার আদায়ের চেতনা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

বিদেশ সেনার কামানে-বুলেটে বিন্দু

নারী শিশু আর যুবক-জোয়ান বৃন্দ

শত্রুসেনারা হত্যার অভিযানে—

মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ উত্থানে।

মুক্তির পথ যুদ্ধের রথ জেনে।

ঘাতক ধ্বংস করেছে অস্ত্র হেনে।

মুক্তিসৌধের প্রতিটি কণায় গাথা

মুক্তিসেনারা রক্ত দানের গাথা।

[তথ্যসূত্র : স্মৃতিসৌধ—ফয়েজ আহমেদ]

ক. 'ক্রান্তি' শব্দের অর্থ কী?	১
খ. একুশে ফেব্রুয়ারিকে কবি রচনে রাঙানো বলেছেন কেন?	২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'একুশের গান' কবিতার পার্থক্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. "বাঙালির অধিকার আদায়ের কাব্যগাথা 'একুশের গান' কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে।" — উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।	৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩ ও ৫

ক. • 'ক্রান্তি' শব্দের অর্থ পরিবর্তন।**খ.** • একুশে ফেব্রুয়ারিকে কবি রচনে রাঙানো বলেছেন, কারণ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাত্তুভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এদেশের তরুণরা তাদের বুকের রচনে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন।**গ.** • এদেশের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়। এতে এদেশের ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ জানায় এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে বাংলা ভাষা আন্দোলনকে স্তুত্য করে দিতে চায়। আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল করে। এই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে ছাত্র-জনতার অনেকেই শহিদ হন। কবি এই বিষয়টি বোঝাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে রচনে রাঙানো বলেছেন।**ঘ.** • উদ্দীপক এবং 'একুশের গান' কবিতার মধ্যে পার্থক্য হলো উদ্দীপকের আবহ মুক্তিযুদ্ধের আর 'একুশের গান' কবিতার আবহ ভাষা আন্দোলনের।**ক.** • নিরীহ মানুষের ওপর শোষণ, পীড়ন-নির্ধারিত যখন চরম আকার ধারণ করে তখন শোষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন অবশ্যিক্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায় করে নেয় শোষিত জনতা। কারণ অধিকার কেউ ইচ্ছা করে দিতে চায় না। বাঙালি জাতিও তাদের অধিকার বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আদায় করে নিয়েছে।**খ.** • উদ্দীপকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালির আত্মত্যাগকে স্মরণ করা হয়েছে। শত্রুসেনার নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুক্তিসেনারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মুক্তিসেনাদের রচনের দানে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। 'একুশের গান' কবিতায় ভাষা আন্দোলনের জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন এবং শহিদ হয়েছেন তাদের কথা বলা হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায় দিবি আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন তারা। এখানেই উদ্দীপকের আবহ ও 'একুশের গান' কবিতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।**গ.** • "বাঙালির অধিকার আদায়ের কাব্যগাথা 'একুশের গান' কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে।" — উক্তিটি যথার্থ।**ঘ.** • বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা। স্বাধীনতা বা ভাষার অধিকার কোনোকিছুই বাঙালি এমনি এমনি অর্জন করেন। এ সবকিছু অর্জন করতে যুক্ত করতে হয়েছে, জীবন দান করতে হয়েছে। লাখো শহিদের জীবনের নিমিময়ে বাঙালি পেয়েছে তাদের প্রির স্বাধীনতা।**ক.** • উদ্দীপকে মুক্তিসেনার আত্মত্যাগের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই মুক্তিসেনারাই ছিনিয়ে এনেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। 'একুশের গান' কবিতায় এই পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের প্রথম ধাপ। এই আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের সূচনা।**খ.** • 'একুশের গান' কবিতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্গের সৃতিতর্পণ করা হয়েছে। এই আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বাঙালি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। নিজের প্রিয় দেশে প্রিয় মাত্তুভাষায় কথা বলে বাঙালিরা। উদ্দীপকের কবিতাংশেও অধিকার আদায়ের চেতনা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বাঙালির অধিকার আদায়ের কাব্যগাথা 'একুশের গান' কবিতা ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ০৬ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

দৃশ্যকল্প-১: আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল।**দৃশ্যকল্প-২:** একুশে ফেব্রুয়ারিয়ের দিন যখন ফুল দিতে আসবি সেদিন
আরও বলব। আজ শুধু এটুকুই বলি— এই একুশে ফেব্রুয়ারিয়ের
কাহিনি হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল
বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, একুশে
ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল
সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রাম আরো উনিশ বছর ধরে চলে।**ক.** 'একুশের গান' কবিতায় 'রচনে রাঙানো' কথাটির আলংকারিক
অর্থ কী?**খ.** 'আমার ভাইয়ের রচনে রাঙানো' একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি
ভুলিতে পারি' চরণটির ব্যাখ্যা দাও।**গ.** দৃশ্যকল্প-১ এর চরণগুলোর সাথে 'একুশের গান' কবিতার
'জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে'— চরণটির
সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।**ঘ.** "ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা
পেয়েছিল।"— দৃশ্যকল্প-২ এর এই উক্তিটির তাৎপর্য 'একুশের
গান' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪ ও ৫

ক. • 'একুশের গান' কবিতায় 'রচনে রাঙানো' কথাটির আলংকারিক
অর্থ বহু মানুষের আত্মোৎসর্গ।**খ.** • ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যাদের রচনে বিনিময়ে
মাত্তুভাষা বাংলাকে পেয়েছে বাঙালি জাতি তাদের চিরদিন স্মরণ করবে।**গ.** • পাকিস্তানিরা বাঙালির মুখের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে
রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। বাংলার দামাল ছেপেরা তার ত্রুটি বিরোধিতা
করে এবং বাংলা ভাষার দাবিতে রাজপথে মিছিলে নেমে বুকের রক্ত
দিয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। ভাষার জন্য
এমন আত্মাদান ইতিহাসে বিরল বলে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক
মাত্তুভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাই লেখক বাঙালির
আত্মত্যাগের কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'আমার ভাইয়ের রচনে
রাঙানো' একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।'**ঘ.** • প্রতিবাদ এবং অধিকার আদায়ের শপথ নেওয়ার দিক থেকে
দৃশ্যকল্প-১-এর চরণগুলোর সাথে 'একুশের গান' কবিতার 'জাগো
মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে'— চরণটির সাদৃশ্য রয়েছে।**০** • ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির বাঙালি জাতিসত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে
আছে। এই একুশের সংগ্রামী চেতনার পথ ধরে বাঙালি কাঞ্জিত
স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়েছে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে
স্বাধীনতা অর্জন করেছে।**০** উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ প্রিয়জন হারানোর শোকে বিহ্বল না হয়ে
শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হওয়ার চেতনা প্রতিফলিত
হয়েছে। এই দিকটি 'একুশের গান' কবিতার মানুষের সুপ্ত শক্তির
জাগরণ প্রত্যাশার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিতায় কবি একুশের চেতনাকে
ধারণ করে মানুষকে জেগে উঠিতে বলেছেন। কারণ হাটে, মাঠে-ঘাটে,
নদীর বাঁকে যেখানে যত মানুষ আছে, তাদের মধ্যে একুশের চেতনা
জাগ্রত হলেই শহিদদের আত্মাদান আরও সার্থক হয়ে উঠবে। কাজেই
প্রিয়জন হারানোর শোক ও শক্তিকে কাজে লাগাতে সবাইকে জেগে
উঠিতে হবে। যা দৃশ্যকল্প-১-এর মূলভাবে প্রতিফলিত।**ঘ.** • "ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা
পেয়েছিল।"— দৃশ্যকল্প-২ এর এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।**০** ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়।
ভাষার জন্য আত্মাদানের ইতিহাস পৃথিবীতে আর নেই। বাঙালির এই
আত্মত্যাগ পরবর্তী সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

- ০ দৃশ্যকল্প-২-এ একুশের ফেরুয়ারিতে আজ্ঞানের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মাতৃভাষা বাংলাকে রাস্তাভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বাঙালির রন্ধনানের কথা বলা হয়েছে। তৎকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের নানাভাবে শোষণ করে। এক পর্যায়ে তারা বাঙালির ভাষার ওপর আঘাত করে। তারা জোর করে এদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা কেড়ে নিয়ে উর্দু চাপিয়ে দিতে চায়। বাঙালিরা এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে ভাষা আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাঙালির সাহসী সন্তানরা সেদিন একুশে ফেরুয়ারির ১৪৪ ধারা ডঙ করে রাজপথে মিছিল করে। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে ভাষা প্রেমিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। তাদের এই আজ্ঞানের চেতনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে শাসকগোষ্ঠী ভাষার অধিকার দাবি মানতে বাধ্য হয়। ‘একুশের গান’ কবিতায়ও ভাষা আন্দোলনকারীদের রন্ধনানের ইতিহাস ও গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।
- ০ ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি মাতৃভাষার জন্য বাঙালি ছাত্র-জনতার আজ্ঞাত্যাগের বিষয়টি শৰ্ম্মার সাথে স্বারণ করেছেন। তিনি একুশের চেতনায় জাগ্রত হয় সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আহ্বান করেছেন। এ কবিতায় যে কাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে তা দৃশ্যকল্প-২-এর আলোচনার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালির সংগ্রামী চেতনা এবং নন্দ দিয়ে অধিকার অর্জনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১ সিলেট বোর্ড ২০১৮

ধন্য সবাই ধন্য

অন্ত ধরে যুদ্ধ করে মাতৃভূমির জন্য

ধরল যারা জীবন বাজি হলেন যারা শহিদ গাজি
লোডের টানে হয়নি যারা ভিনদেশিদের পণ্য।

ক. ফেরুয়ারিকে ‘অশু-গড়া’ বলা হয়েছে কেন? ১

খ. “এমন সময় বাড় এলো এক, বাড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।” চরণটি
ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ‘একুশের গান’ কবিতার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা
কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি ‘একুশের গান’ কবিতার বিষয়বস্তুকে পুরোপুরি
প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে কি? তোমার বুক্সিপূর্ণ মতামত
তুলে ধর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

১. মায়েরা ফেরুয়ারিতে তাদের সন্তানদের হারান কবি তাই মনে
করেন মায়ের সন্তান হারানো অশুতে গড়া এই ফেরুয়ারি।

২. “এমন সময় ঝাড় এদো এক, ঝাড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।”— চরণটির
মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণকে বোবানো হয়েছে।

৩. ‘একুশের গান’ কবিতায় ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে
বাঙালি ছাত্র-জনতার আজ্ঞাত্যাগের স্মৃতি স্বারণ করা হয়েছে। কবি
বলেছেন ১৯৫২ সালের ফেরুয়ারি মাসে পথে পথে ছাত্ররা আন্দোলনে
নামে। প্রতিবাদমুখ্যর হয়ে ওঠে চারপাশ। সময়টি ছিল শীতের শেষ
সময়। তখন হঠাৎ করেই ঝাড় আসে। সে ঝাড় উন্মাদ, বন্য। মৃগত কবি
আলোচা কবিতায় প্রগোক্ত চরণটির মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনরত
মিছিদে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর হঠাৎ আক্রমণ করাকে বুঝিয়েছেন।

৪. উদ্দীপকে ‘একুশের গান’ কবিতার অধিকার আদায়ে বাঙালির
অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক তারা দেশ ও দেশের প্রতিটি বিষয়ে
ভালোবাসে। দেশের যেকোনো সংকটকালে তারা দেশের জন্য জীবন
বাজি রাখে। বাঙালিরা এমনই দেশপ্রেমিক জাতি।

৬. ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি ভাষার জন্য বাঙালি ছাত্র-জনতার
আজ্ঞাত্যাগের ঘটনা তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি শাসকেরা এ দেশের
মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। এই শোষকদের

বিরুদ্ধে জাত-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ছিনিয়ে আনে
মাতৃভাষার মর্যাদা। তার জন্য জীবন দিতেও পিছপা হয় না বাংলার
বীর সন্তানরা। উদ্দীপকেও বাঙালির সন্দেশের জন্য ত্যাগ বীকার করার
কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য অনমনীয়
দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী মনোভাব। বাঙালিরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। তারা
মাতৃভূমিকে মৃক্ত করতে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে। দেশের জন্য জীবন
পর্যন্ত বাজি ধরে। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকটি আলোচ্য
কবিতার অধিকার আদায়ে বাঙালির অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী
দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

৭. ০ না, উদ্দীপকটি ‘একুশের গান’ কবিতার বিষয়বস্তুকে পুরোপুরি
প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি।

০ বাঙালি জাতি অন্যায়-অবিচারের সামনে কখনো মাথা নত করেনি।
বাঙালি বীরেরা জীবন বাজি রেখে অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-
সংগ্রাম করেছে। তাদের ত্যাগ সব বাঙালির মনে চিরভাস্তর।

৯ ‘একুশের গান’ কবিতায় কবি বলেছেন যে, ভাষা আন্দোলনের
মাধ্যমেই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্দোলন
বাঙালিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রেরণা জেগায়।
দেশের জন্য আজ্ঞাত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। উদ্দীপকে বাঙালির
মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করার বিষয়টি প্রকাশ
পেয়েছে। বলা হয়েছে যারা দেশের জন্য অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে তারা
ধন্য। তারা লোডের জন্য ভিনদেশিদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি।

১০ উদ্দীপক ও ‘একুশের গান’ কবিতা উভয় জায়গায় বাঙালি বীর
সন্তানের অনমনীয় দৃঢ়তা, সংগ্রামী মনোভাব ও অধিকার সচেতনার
দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো ছাড়াও আলোচ্য
কবিতায় আরও প্রকাশ পেয়েছে ছেলে হারানো মায়ের কষ্ট, প্রকৃতির
বর্ণনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, শোষকের
অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা ইত্যাদি, যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই
বলা যায় যে, উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তুকে পুরোপুরি
প্রকাশ করতে সক্ষম নয়।

প্রশ্ন ২ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

বখাটে ছেলেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। কিন্তু সাহস করে
কেউ কিছু বলে না। একদিন কলেজছাত্র সাদমান একাই ঝুঁকে
দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে। এতে বখাটেরা সাদমানকে মারধর করতে
থাকে। যে এলাকাবাসী এতদিন ভয়ে সব অত্যাচার নীরবে সহ্য
করেছে, তারাই প্রতিবাদী সাদমানের উপর এ অত্যাচারে যেন ক্ষিণ
হয়ে একসাথে বাঁপিয়ে পড়ে বখাটেদের ওপর। তারা বখাটেদের
ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

ক. ‘অলকানন্দা’ কী? ১

খ. ফেরুয়ারিকে ‘মায়ের অশু-গড়া’ বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বখাটেরা ‘একুশের গান’ কবিতার কাদের
প্রতিনিধিত্ব করে? বাখ্য কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের এলাকাবাসীর জাগরণই ‘একুশের গান’ কবিতার
প্রত্যাশা”— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

১. অলকানন্দা হলো একটি ফুলের নাম।

২. একুশে ফেরুয়ারিতে মাতৃভাষার সম্মান বাঁচাতে বাংলা মায়ের
সন্তানরা শহিদ হন বলে ফেরুয়ারিকে মায়ের অশু-গড়া বলা হয়েছে।

৩. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেরুয়ারি মাতৃভাষা বাংলাকে রাস্তীয় স্বীকৃতির
দাবিতে আন্দোলনকারীরা মিছিল বের করে। তাদের দাবি নস্যাং
করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মিছিলের ওপর গুলির নির্দেশ দেয়।
শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে। সন্তান হারানো
মায়ের কামায় বাংলার আকাশ ভারী হয়ে ওঠে। এ কারণে কবি
ফেরুয়ারিকে শত মায়ের অশুগড়া বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকের বখাটেরা 'একুশের গান' কবিতায় প্রকাশিত অধারে পশু অর্থাৎ বৈরাচারী পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

• যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশের প্রতিটি বিষয় ভালোবাসে। কিন্তু এমন অনেকে রয়েছে তারা স্বার্থের জন্য দেশের ভাগ্যকে বিলিয়ে দিতে বা বিক্রয় করতে কৃষ্ণত হয় না।

• উদ্দীপকের বখাটের উৎপাতে এলাকার মানুষ অতিথি। একদিন কলেজ ছাত্র সাদমান তাদের বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঢ়ালে বখাটেরা তাকে মারধর করে। এতে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত ও প্রতিবাদী হয়ে তাদের ধরে পুলিশে দেয়। এই বখাটের সাদৃশ্য রয়েছে 'একুশের গান' কবিতার আধারে পশু অর্থাৎ বৈরাচারী পাকিস্তানিদের সাথে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে বাঙালিকে শোষিত-বংশিত করে রেখেছিল। তারা যখন বাঙালির মাতৃভাষার উপর আঘাত হানতে চেয়েছিল তখন এই জাতি প্রতিবাদ করে। জীবন দিয়ে ঘড়্যন্তকারী শাসকদের হীন পরিকল্পনা নস্যাং করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করতে বাধ্য হয়।

ঘ. • উদ্দীপকের লোকাবাসীর জাগরণই 'একুশের গান' কবিতার কবির প্রত্যাশা।— উক্তিটি যথার্থ।

• বাঙালি জাতি বীরের জাতি। তারা যুগে যুগে আন্দোলন-সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে। সব অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঢ়িয়ে দেশ ও জাতির শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

• উদ্দীপকে বখাটের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীদের প্রতিরোধের দিকটি ফুটে উঠেছে। বখাটেরা দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, উপদ্রব করেছে। এতদিন জনগণ নীরবে সহ্য করলেও কলেজছাত্র সাদমানের উপর আক্রমণ ঘটলে তারা আর বসে থাকেনি। সামিলিতভাবে বখাটের ধরে পুলিশে দিয়েছে। 'একুশের গান' কবিতার কবি ঠিক এমনই প্রত্যাশা করেছেন। তিনিও জাতির জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন।

• 'একুশের গান' কবিতায় কবি অন্যায়ভাবে গুলিবর্ষণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাহ্নত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকের এলাকাবাসীর মতো দেশের মানুষের সমিলিত জাগরণ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে শোষকদের মোকাবিলা ও প্রতিহত করার প্রত্যাশা করেছেন কবি 'একুশের গান' কবিতায়। সুতরাং বলা যায় প্রশ়োস্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৫

হয় ধান নয় প্রাণ— এ শব্দে

সারা দেশ দিশাহারা,

একবার মরে ভুলে গেছে আজ

মৃত্যুর ভয় তারা।

শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী

অবাক তাকিয়ে রয়

জুলে-পুড়ে-মরে ছারখার

তবু মাথা নোয়াবার নয়।

ক. 'একুশের গান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কী নিয়ে গর্ব করতে শিখবে?

১

খ. কবিতায় পশু বলা হয়েছে কাদের এবং কেন?

২

গ. উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটির ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকের 'তারা' 'একুশের গান' কবিতার ভাষাশহিদের প্রতিরূপ।— যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. • 'একুশের গান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ নিয়ে গর্ব করতে শিখবে।

খ. • কবিতায় পশু বলা হয়েছে পাকিস্তানি শোষকদের।

• বাংলা ভাষা বাঙালির মাতৃভাষা যা আবেগে-অনুভবে আর ভালোবাসায় আচ্ছাদিত। পাকিস্তানি শোষকরা বাঙালির স্বাধীনতা হরণ করার প্রথম আঘাতটি হেনেছিল মাতৃভাষা বাংলার ওপর। এ অন্যায় এদেশের স্বাধীনতা-প্রত্যাশী সংগ্রামী ছাত্র-জনতা মেনে নেয়নি। তাই পাকিস্তানি শোষকরা হয়ে উঠে বর্বর পাশবিক যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে। সেদিন এই অমানবিক শোষকদের নির্দেশেই ছাত্রদের হত্যা করা হয়। মানুষ হয়েও তারা যে পাশবিক কাজ করেছে তার জন্য কবি তাদের পশু বলেছেন।

গ. • উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার অধিকার আদায়ে বাঙালির অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী দিকটির ইঙ্গিত করে।

• মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা— এই তিনটি শব্দ বাঙালির অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে। তাই যখনই আঘাত এসেছে অস্তিত্বের ওপর তখনই সে সরব হয়ে উঠেছে, সংগ্রাম করেছে অন্যায় আঘাতকারীর বিরুদ্ধে।

• 'একুশের গান' কবিতায় কবি ভাষার জন্য বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের ঘটনাটিকে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তানি শোষকরা এদেশের মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। এই শোষকদের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং আঘাদানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় তাদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম। আর বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। উদ্দীপকেও বাঙালির এই অধিকার সচেতনা, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী মনোভঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালিরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। অধিকার আদায়ে যেকোনো মুহূর্তে তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার অধিকার আদায়ে বাঙালির অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংগ্রামী দিকটির ইঙ্গিত করে।

ঘ. ৩ "উদ্দীপকের 'তারা' 'একুশের গান' কবিতায় ভাষাশহিদের প্রতিরূপ।"— মন্তব্যটি যৌক্তিক।

• স্বাধিকার চেতনা, সংগ্রাম, স্বাধীনতা এই শব্দগুলো বাঙালির জীবনের তথা অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। ভাষা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির প্রগাঢ় ব্রহ্মপুরে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে সংগ্রামী জীবনচেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে। তাই অধিকার আদায়ে বাঙালি জীবন দিতে কৃষ্ণত হয়নি।

• 'একুশের গান' কবিতায় কবি ভাষাশহিদের আত্মত্যাগের সুমহান ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন কাবিক ব্যাঙ্গনায়। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। কিন্তু বাংলার ছাত্রসমাজ জীবন দিয়ে তাদের এই অপপ্রচেষ্টা রুখেছে। উদ্দীপকে 'তারা' বলতে কবি এই সাহসী, সংগ্রামী, অকৃতোভয় বাঙালিদেরই বুঝিয়েছেন যারা অন্যায়ের কাছে অবনত হয় না। আপন অধিকার আদায় না হওয়া অবধি তারা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। হয় বিজয়, নয় মৃত্যু— এই অগ্রিমত্বে দীক্ষিত বাংলার এই বীরেরা।

• উদ্দীপকের বাঙালির মধ্যে 'একুশের গান' কবিতার ভাষাশহিদের দেশপ্রেম, সংগ্রামী চেতনা এবং মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালি একবার প্রাণ দিয়েছে, তাই 'তারা' মৃত্যুভয়হীনতা উদ্দীপক এবং আলোচ্য কবিতায় লক্ষণীয়। আর এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উদ্দীপকের 'তারা' 'একুশের গান' কবিতার ভাষাশহিদের প্রতিরূপ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ১। সাভারে গিয়াছ সৃতিসৌধের পাশে—
তিরিশ লক্ষ শহিদের সৃতি ভাসে।
সেখানে সাহসী বীরযোদ্ধার দস্ত
তাদের রক্তে এই সৌধের স্তস্ত।
ইতিহাসে তাঁরা হৃদয়ে সমুজ্জ্বল
তোরা সেখানে শ্রম্ভায় উচ্ছল।/.....
সৃতিসৌধের প্রতিটি কণায় গোথা/মৃত্তি সেনার রক্ত দানের গাথা।
ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কোন সালে প্রকাশিত হয়? ১
খ. 'দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়'—কথাটি দ্বারা 'একুশের
গান' কবিতায় কী বুঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'একুশের গান' কবিতার যে দিক দিয়ে
মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক এবং 'একুশের গান' কবিতায় শুধু সাদৃশ্য নয়,
বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।'— মন্তব্যটি সঠিক কিনা বিচার কর। ৪

- ২। শাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়ে
জুলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।
এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্ত রঙিন ধান
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।
ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
খ. কবি কেন একুশে ফেরুয়ারিকে জেগে উঠতে আস্থান করেছেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'একুশের গান' কবিতার মধ্যে যে দিক থেকে
সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'একুশের গান' কবিতার বিষয়বস্তুর আংশিক
প্রতিফলন ঘটেছে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

টপিকের ধারায় প্রণীত

প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'একুশে ফেরুয়ারি' সংকলনের সম্পাদনা কে করেন? [য. বো. '১৯]
উত্তর : 'একুশে ফেরুয়ারি' সংকলনের সম্পাদনা করেন— হাসান
হাফিজুর রহমান।

প্রশ্ন ২। 'একুশের গান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কী নিয়ে গবর্নেট শিখবে? [চ. বো. '১৫]

উত্তর : 'একুশের গান' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ নিয়ে গবর্নেট শিখবে।

প্রশ্ন ৩। 'একুশের গান' কবিতার পটভূমি কী? [য. বো. '১৪]

উত্তর : 'একুশের গান' কবিতার পটভূমি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলন।

প্রশ্ন ৪। 'একুশের গান' কবিতায় 'ওরা' কী বিক্রি করে?

[মাইলস্টোন মূল আড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : 'একুশের গান' কবিতায় 'ওরা' দেশের 'ভাগ্য' বিক্রি করে।

প্রশ্ন ৫। সেই আঁধারের কাদের মুখ চেনা?

[জাদাদাবাদ ক্যাট. পাবলিক মুদ্রণ এড কলেজ, সিলেট]

উত্তর : সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা।

প্রশ্ন ৬। কার রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি?

উত্তর : ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি।

প্রশ্ন ৭। কেমন দেশের রক্তে রাঙানো ফেরুয়ারি?

উত্তর : সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেরুয়ারি।

প্রশ্ন ৮। কী হত্যার বিক্ষেত্রে বসন্তুরাকে কবি কাঁপতে বলেছেন?

উত্তর : শিশুহত্যার বিক্ষেত্রে কবি বসন্তুরাকে কাঁপতে বলেছেন।

প্রশ্ন ৯। নীল গগনের বসনে কখন চাঁদ চুমো খেয়েছিল?

উত্তর : নীল গগনের বসনে শীতের শেষে চাঁদ চুমো খেয়েছিল।

প্রশ্ন ১০। শত্রুরা মানুষের কী কী কেড়ে নিয়েছে?

উত্তর : শত্রুরা মানুষের অন, বন্ধ, শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন ১১। আজও জালিমের কারাগারে কে কে মরে?

উত্তর : আজও জালিমের কারাগারে বীর ছেলে, বীর নারী মরে।

প্রশ্ন ১২। কার আঁধা ডাকে?

উত্তর : শহিদ ভাইয়ের আঁধা ডাকে।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়'—কথাটি দ্বারা 'একুশের গান'
কবিতায় কী বুঝানো হয়েছে? [ব. বো. '১৬; য. বো. '১৪]

উত্তর : 'দেশের ভাগ্য' ওরা করে বিক্রয়' বলতে পাকিস্তানি
শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তান: এবং পূর্ব পাকিস্তান মিলে এক দেশ হলেও পূর্ব
পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ ছিল শোষিত, শাসিত এবং অতাচারিত।
পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই শাসন-শোষণের অংশ হিসেবেই
চেয়েছিল বাঙালির ভাষাকে কেড়ে নিতে। তাই তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা
করার প্রস্তাব দেয়। মূলত এটি তারা করেছিল বাঙালিকে ধ্বংসের
প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে। প্রগোষ্ঠি বাক্যে এ বিষয়টিই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ২। 'ছেলেহারা শত মায়ের অশু-গড়া এ ফেরুয়ারি' বলতে কী
বোঝানো হয়েছে? [মাইলস্টোন মূল আড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : 'ছেলেহারা শত মায়ের অশু-গড়া এ ফেরুয়ারি' বলতে কবি
১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহিদ সন্তানদের জন্য শত মায়ের অশু
বিসর্জনের বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

'একুশের গান' কবিতায় কবি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা-আন্দোলনে
বাঙালি ছাত্র-জনতার আক্ষেৎসর্গের সৃতিকে স্মরণ করেছেন। বায়ানের
ভাষা আন্দোলনে এদেশের দামাল ছেলেরা তাঁদের বুকের রক্তে রাজপথ
রঞ্জিত করেছেন। তাঁদের মহান আত্মাগেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা
মর্যাদা লাভ করেছে। ভাষার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা
শহিদ হয়েছেন, তাঁদের জননীরা সন্তানের শোকে অশুসিঙ্গ হয়েছেন।
এদেশের শত শত মায়ের সেই অশুতে ফেরুয়ারি মর্যাদার আসনে চির
উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রগোষ্ঠি লাইনটির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে
শহিদদের জননীদের সন্তান শোকে অশু বিসর্জন দেওয়ার বিষয়টি
নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। 'একুশের গান' কবিতায় 'জাগো নাগিনীরা, জাগো কালবোশেখিরা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : কবি 'জাগো নাগিনীরা, জাগো কালবোশেখিরা' বলতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির জাগরণকে বুঝিয়েছেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাত্রিভাষ্য বাংলা চাই' দাবিতে বাংলার দামাল ছেলেরা রাজপথে মিছিল করেন। তৎকালীন পাবিস্তানি

শাসকদের নির্দেশে পুলিশ সেই মিছিলে গুলি ঢালায়। বাংলা ভাষার দাবিকে চিরতরে মুছে দিতে তারা নির্বিচারে হত্যা করে বাংলার দামাল ছেলেদের। রাজপথ রঞ্জিত হয় রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ নাম না-জানা শহিদের রক্তে। অগণিত এ হত্যার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লেখক সমগ্র বাঙালিকে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন।

► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

কর্ম-অনুশীলন একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে একটি দাওয়াতপত্র তৈরি করো (একক কাজ)। ► পাঠাবই, পৃষ্ঠা 135

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : কোনো অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র বা আমন্ত্রণপত্র লেখায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ করে তোলা।

কাজের নির্দেশনা :

১. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করবেন এবং কী কী আয়োজন থাকবে সে সম্পর্কে জানতে হবে।
২. তারপর দাওয়াতপত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয় উল্লেখ থাকবে তা তেবে নিয়ে দাওয়াতপত্র রচনা করবে।

কাজের বর্ণনা :

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সুধা,

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস। এই দিন বাংলা ভাষার পৌরবন্য ইতিহাসকে স্মরণ করে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আমরা এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশবরণে আলোচক ও ভাষাসৈনিক উপস্থিত থাকবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

অনুষ্ঠানসূচী :

অর্তিধারণের আসন গ্রহণ	: সকাল ৯:০০ ঘটিকা
পরিত্র কোরআন তিলাওয়াত	: সকাল ৯:১৫ ঘটিকা
ভাষা-আন্দোলনের উপর আলোচনা	: সকাল ৯:৩০ ঘটিকা
প্রধান অতিথির ভাষণ	: সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

নিবেদক

রাষ্ট্রীয় মঙ্গলদার

২১ ফেব্রুয়ারি উদ্যাপন কর্মসূচি

আর, এম, উচ্চবিদ্যালয়

রায়পুরা, নরসিংড়ী।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কর্ম-অনুশীলন একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে তোমাদের লেখা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ নিয়ে একটি দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করো (দলগত কাজ)। ► পাঠাবই, পৃষ্ঠা 135

সমাধান :

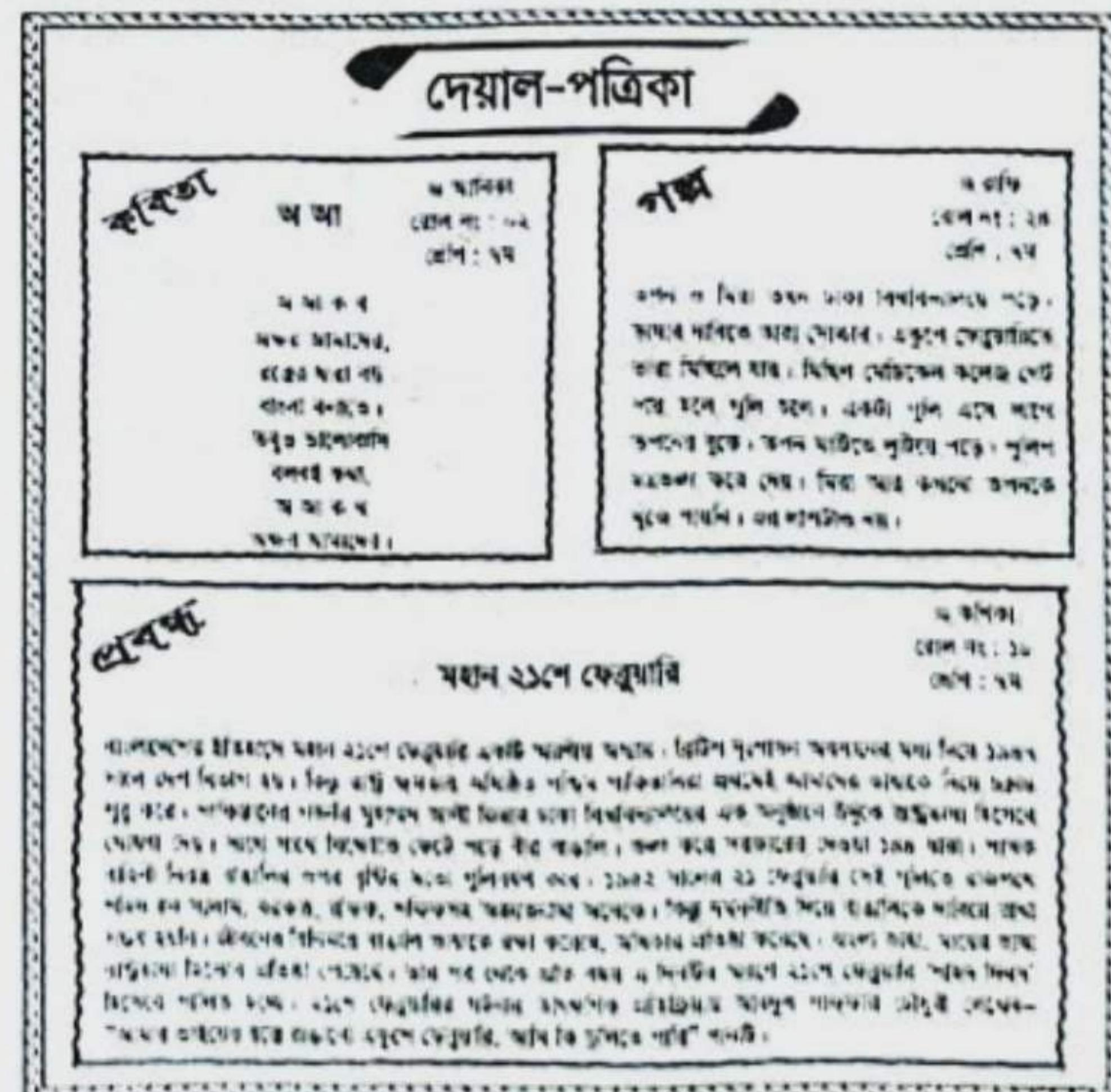
কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে লেখাসৈধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করা।

কাজের নির্দেশনা :

১. সুলের দেওয়াল ব্যবহারের জন্য শিক্ষকের অনুমতি নেবে।
২. তারপর তোমার ও তোমার বন্ধুদের লেখাগুলো সংগ্রহ করবে।
৩. এরপর তা কম্পোজ করিয়ে বা হাতে লিখে আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে দেবে।

কাজের বর্ণনা : ওপরের নির্দেশনা অনুসারে নিজেরা দেওয়াল পত্রিকা তৈরি কর। নিচের দেওয়াল পত্রিকার একটি নমুনা দেওয়া হলো :



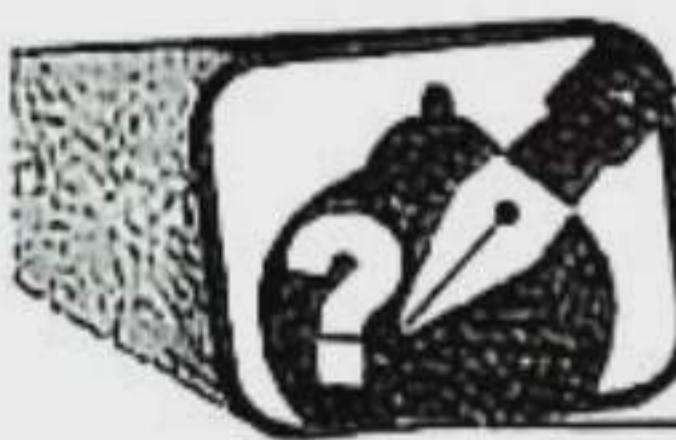
সুপার সাজেশন্স

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

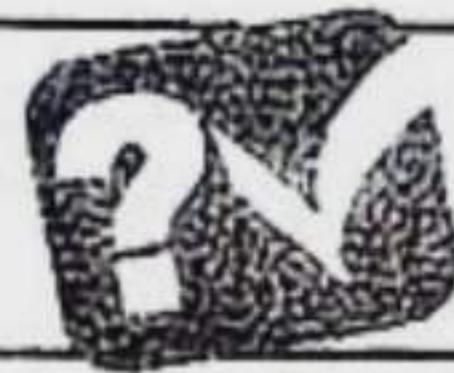
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

শিরোনাম	৭৩ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫৩ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
০ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
০ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪	৬, ৭, ৯
০ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪, ৬	৭, ১০, ১২
০ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

এক্সকুলিসিট টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নগতে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১. আবদুল গাফকার চৌধুরীর জন্মসাল কত? | ৮. 'একুশের গান' কবিতায় 'ওরা' বলতে বোঝানো হয়েছে পাকিস্তান— | নিচের কোনটি সঠিক? |
| (ক) ১৯৩২ (খ) ১৯৩৩ (গ) ১৯৩৪ (ঘ) ১৯৩৫ | (ক) শাসককে (খ) সৈন্যকে | (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii |
| ২. 'একুশের গান' কবিতায় 'খুন' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? | (গ) নেতৃত্বকে (ঘ) জনতাকে | উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উভর দাও: |
| (ক) হত্যা (খ) রক্ত | আবদুল গাফকার চৌধুরী কোনটিকে পেশা হিসেবে প্রস্তুত করেন? | "এ ভায়ার-ই মান রাগিতে হয় যদি বা জীবন দিতে কোটি ভাইয়ের রক্ত দিয়ে পুরাবে এর মনের আশা।" |
| (গ) আঘাত (ঘ) মৃত্যু | (ক) সাংবাদিকতা (খ) শিক্ষকতা | ১৪. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল রয়েছে? |
| ৩. 'একুশের গান' কবিতায় কোন ঝতুর উল্লেখ রয়েছে? | (গ) রাজনৈতি (ঘ) কলাম লেখা | (ক) মানবর্ধন (খ) একুশের গান |
| (ক) গ্রীষ্ম (খ) বর্ষা (গ) হেমন্ত (ঘ) শীত | আবদুল গাফকার চৌধুরী ছিলেন একজন খ্যাতিমান— | (ক) প্রার্থী (খ) নদীর ষপ্ট |
| ৪. 'ক্রান্তি' শব্দের অর্থ কী? | (ক) গীতিকার (খ) নাট্যকার | বাংলা ভাষাকে আমরা এত ভালোবাসি কেন? উদ্দীপক ও 'একুশের গান' অবলম্বনে তা হলো— |
| (ক) পরিবর্তন (খ) ক্লান্ত | (গ) ছড়াকার (ঘ) সুরকার | i. এর পেছনে রয়েছে রক্তদানের পৌরবময় ইতিহাস |
| (গ) পরিশ্রান্ত (ঘ) শেষ | ১১. ওরা মানুষের অন্ন-বন্ধ কী করেছে? | ii. এ ভাষাতেই আমরা ষপ্ট দেখি, গান বানাই, কবিতা লিখি |
| ৫. 'একুশের গান' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় কত খ্রিস্টাব্দে? | (ক) যশোর (খ) কুড়িগ্রাম | iii. এ ভাষার মিশে আছে মাঝের ভালোবাসার স্পর্শ |
| (ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৫৩ (গ) ১৯৫৪ (ঘ) ১৯৫৫ | (গ) বরিশাল (ঘ) কুমিল্লা | নিচের কোনটি সঠিক? |
| ৬. "ছেলেহামা শত মাঘের — এ ফেরুয়ারি।" কেন্দ্রুৎ-গড়া (খ) কান্না-গড়া | ১২. ওরা মানুষের অন্ন-বন্ধ কী করেছে? | (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii |
| (গ) অশু-গড়া (ঘ) বেদনা-গড়া | (ক) ফেলে দিয়েছে (খ) নট করেছে | |
| ৭. 'একুশের গান' কবিতায় একুশে ফেরুয়ারি কথাটি কতবার উল্লিখিত আছে? | (গ) কেড়ে নিয়েছে (ঘ) পুড়িয়ে দিয়েছে | |
| (ক) সাত বার (খ) অট বার | ১৩. পাকিস্তানি শাসক-শোষকবেগি বাঙালিদের যা যা কেড়ে নিয়েছিল— | |
| (গ) নয় বার (ঘ) চার বার | i. অন্ন ii. বন্ধ | |
| | ৩। ধন্য সবাই ধন্য | |

সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। হাত্তাটোরা পুর্ণিমা ভুলমের প্রতিবাদ জন্মে শান্তিপূর্ণভাবে পরিষদ ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করে। পুর্ণিমা কোনোরূপ সতর্ক করে না দিনো হঠাৎ মেডিকেল কলেজ হোস্পিটের সামনে কয়েক দফা গুলি ঢালনা করে। প্রথম দফা গুলিতে রফিকউর্দিন ও জৰ্কার এবং বিতোয় দফা গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বৰকত শাহদ হন।
ক. 'একুশের গান' কবিতায় কোন কুলের কথা বলা হয়েছে? ১
খ. 'দান্তুণ ক্রোধের আগুনে আবার ছাঁগের ফেরুয়ারি'— এ ক্রোধের কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকে 'একুশের গান' কবিতার কোন দিকটির চিত্র কুটে উঠেছে? ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার মৃদুভাবকে ধারণ করে।"— বিশ্লেষণ কর। ৪ | ৩। ধন্য সবাই ধন্য |
| ২। ওরা কেড়ে নিতে চায় বুকের ষপ্ট, মাঘের মুখের ভাষা ঝরিয়ে রক্ত, ভাইয়ের প্রাপ, দুদয়ের ভালোবাসা জেগে উঠো আজ সাহসী যৌবন, আনো নব উত্থান মেহের আগুনে পোড়াও ওদের, গাও বিজয়ের গান।
ক. 'একুশের গান' কবিতায় উল্লিখিত ক্ষেত্রায় বীর নারী মারা যায়? ১
খ. 'শিশুহত্যার বিক্ষেপে আজ কাপুক বসু-ধৰা'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'একুশের গান' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।"— মন্তব্যাচ মৃদ্যায়ন কর। ৪ | ধরল যারা জীবন বাঞ্জ হলেন যারা শহিদ গাজি লোডের টানে হয়নি যারা ভিনাদেশিদের পণ্য।
ক. ফেরুয়ারিকে 'অশু-গড়া' বলা হয়েছে কেন?
খ. "এমন সময় বড় এলো এক, বড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো।" চরণটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে 'একুশের গান' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'একুশের গান' কবিতার বিষয়বস্তুক পুরোপূরি প্রকাশ করতে সম্ম হয়েছে কি? তোমার যুক্তিপূর্ণ মতামত তুলে ধর। ৪ |
| ৪। বখাটে ছেদেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। কিন্তু সাহস করে কেউ কিছু বলে না। একদিন কলেজছাত্র সাদমান একাই বুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে। এতে বখাটের সাদমানকে মারধর করতে থাকে। যে এলাকাবাসী এর্তাদিন ডয়ে সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে, তারাই প্রতিবাদী সাদমানের উপর এ অত্যাচারে যেন ক্ষিণ হয়ে একসাথে ঝাপিয়ে পড়ে বখাটেদের ওপর। তারা বখাটেদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
ক. 'অদ্বাকন্দা' কী?
খ. ফেরুয়ারিকে 'মাদোর অশু-গড়া' বলা হয়েছে কেন?
গ. উদ্দীপকের বখাটের 'একুশের গান' কবিতার কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "উদ্দীপকের এলাকাবাসীর জাগরণই 'একুশের গান' কবিতার অত্যাশা"— উঙ্গিটি বিশ্লেষণ কর। ৪ | |

✓ উভরমালা ► বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১ (ন)	২ (খ)	৩ (গ)	৪ (ক)	৫ (ঘ)	৬ (দ)	৭ (খ)	৮ (ঘ)	৯ (ক)	১০ (খ)	১১ (গ)	১২ (দ)	১৩ (ঘ)	১৪ (ক)	১৫ (ঘ)
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

✓ উভরসূত্র ► সূজনশীল প্রশ্ন